যুগান্তর

তারিখ 11 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

মিয়া মোহাম্মদ ইউনুস

রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত বইমেলা!

গত ১ ফেব্রুয়ারি অমর একুশে গ্রন্থমেলা, ২০০৭ উদ্বোধন করতে গিয়ে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে প্রধান উপদেষ্টা যা বলেছেন তাতে অনুপ্রাণিতবোধ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। 'রাজনৈতিক' হস্তক্ষেপবর্জিত এবারের মেলা ভালো হবে বলেও সবার প্রত্যাশা। কিন্তু প্রথম দিন মেলায় গিয়ে যখন দেখি নিজেদের প্রকাশনা থাকা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রসর ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও কোন প্রতিষ্ঠানের স্টল না পাওয়ার বিপরীতে প্রধান উপদেষ্টা যে প্রবণতার বিরুদ্ধে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন, সে প্রবণতার অধিকারী শক্তি স্টল পেয়েছে এখন একটু হতাশ হতে হয় বৈকি। সন্ত্রাস, পেশিশক্তি ও কালো টাকার মতোই নিন্দনীয় ও বিষবৎ পরিত্যাজ্য অন্যায্য দাপট ও প্রতাপ। আর তা যদি 'তারুণ্যে'র নামে করা হয় তাহলে এর শক্তি ও সৌন্দর্যই নিহত হয়। বাংলা একাডেমীর ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক গণমাধ্যমকে বলেছেন, তারা স্টলের সংখ্যা কমিয়ে মানুষের সহজ চলাফেরা করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এজন্য তাকে ধন্যবাদ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে জানতে ইচ্ছা করে, যে ব্যক্তিবন্দনার নিন্দা প্রধান উপদেষ্টা করে থাকেন সে ধরনের ব্যক্তিস্তুতির স্টল বর্জন করলে নিশ্চিতই কি সুধী পাঠকরা তাতে বেশি স্বস্তিবোধ করতেন না?

প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ যে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে সেকথা আগেই বলেছি। কিন্তু সেক্ষেত্রে কিছু পরিপূরক কথা বলাও অত্যন্ত জরুরি। তিনি বলেছেন, 'এই মেলা হয়ে ওঠে যুক্তি, তর্ক ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার কেন্দ্র।' বলেছেন, 'জ্ঞানের প্রতি যে কৌতূহল, মানুষে মানুষে যে সম্প্রীতি আর ঐক্য সেটি আমাদের জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি।' যে প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তিনি এসব কথা বলেছেন সে প্রতিষ্ঠান নিজেকে 'জাতির মননের প্রতীক' হিসেবে পরিচয় দেয়। কিন্তু বাংলা একাডেমী কি এখন প্রকৃতপক্ষে সেই প্রতীক হওয়ার মর্যাদা দাবি করতে পারে? একটি মন্ত্রণালয়ের আজ্ঞাবহ হওয়া ছাড়া একাডেমীর কি প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন আছে? একাডেমী কেন নির্বাচনের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করেও তা বাতিল করতে বাধ্য হল? নির্বাচনপাগল দল রা ভোট কেন এক্ষেত্রে এতটা নির্বাচনবিমুখ হয়েছিল? বাংলা একাডেমী পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকৃত কোন বিবেচনা বা মানদণ্ড কি কাজ করেছে? নাকি অন্য সব ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও দলবাজি ও সংকীর্ণ স্বার্থই প্রধান হয়ে উঠেছিল? একাডেমী কি প্রকৃত গবেষণার জন্য অর্থ পায়? অর্থের জন্য ধরনা দিতে গিয়ে একাডেমী কি তার স্বার্থ ও সত্তার সঙ্গে আপস করেনি? ওয়াকিবহাল সবাই জানেন, প্রকৃত সত্য কী। মিথ্যা ও অর্ধসত্যের সীমাবদ্ধতার মধ্যে বসবাস করে বাংলা একাডেমীর পক্ষে তাই আর 'জাতির মননের প্রতীক' হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। গ্রন্থমেলা অবশ্যই যুক্তিতর্ক ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে, কিন্তু মূল আয়োজক বাংলা একাডেমী যদি তার

সীমাবদ্ধ অবস্থান থেকে মুক্তি না পায় তাহলে তার পক্ষে জাতির অন্তর্নিহিত প্রেরণাকে অনুভব এবং সেক্ষেত্রে উপযুক্ত ভূমিকা পালন সম্ভব নয়।

প্রধান উপদেষ্টা আশা প্রকাশ করেছেন, দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, কালো টাকার মালিক ও সুবিধাবাদী ক্ষমতালোভীদের পরিবর্তে একটি ন্যায়বিচার ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। এক্ষেত্রে তিনি সবাইকে বায়ান্ন ও একাত্তরের মতো ইস্পাতদৃঢ় কঠিন ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। আর এ আহ্বানের সঙ্গে যে কোন সৎ নাগরিকই একমত হবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বাস্তবতা বড় রূঢ়।

প্রধান উপদেষ্টা পেশিশক্তির পরিবর্তে জ্ঞান এবং অসততার পরিবর্তে সততার প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন। আমরা ও এদেশের মানুষও তাই চায়। কিন্তু পেশিশক্তি ও অসততার এমন দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে যে, তারাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাতে আসীন থাকে। বিগত আমলে নানা ক্ষেত্রে এসব অসৎ, অযোগ্য, দুর্বৃত্ত, লোভী এবং ক্ষতিকর ব্যক্তিরা নানা জায়গায় বসে গেছে কিংবা তাদের বসিয়ে দেয়া হয়েছে। এই ব্যক্তিরা বর্তমান সময়ে ঘাপটি মেরে কিংবা দৃশ্যত নিষ্ক্রিয় হয়েও থাকতে পারে। কিন্তু এরা সব সময়ই সততা ও যোগ্যতাকে হত্যা করতে উদগ্রীব। এই শক্তি ও প্রবণতা রাষ্ট্রপতির সর্বোচ্চ আস্থার জায়গা ও ক্ষমতাকে ব্যবহার-প্রয়োগ করে নিজেদের দুর্বৃত্তদের রক্ষা করেছে এবং তাদের নানা জায়গায় বসিয়েছে ও পদোন্নতি দিয়েছে। এর ফলে জ্যেষ্ঠ ও প্রকৃত যোগ্য কর্মকর্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তার চেয়েও বড় কথা, ন্যায় ও ন্যায্যতা পরাস্ত হয়েছে। এই যোগ্য ও জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা বিগত আমলে কোণঠাসা হয়েছিলেন এবং এখনও তাই আছেন। শুধু তাই নয়, উল্টো অযোগ্য ও অসৎ ব্যক্তিরা আগের সুবিধাজনক অবস্থানকে ব্যবহার করে অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থানে যেতে চাচ্ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাতে সফলও হচ্ছে। এভাবে একটি অন্যায় থেকে ধারাবাহিক অন্যায়ের জন্ম ও তার প্রতিষ্ঠা ঘটছে।

যদি আমরা ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাহলে, অবশ্যই প্রথমে পূর্বকৃত অন্যায়ের প্রতিকার করতে হবে। যেহেতু বাংলা একাডেমীর গ্রন্থমেলা উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রধান উপদেষ্টা এসব কথা বলেছেন, সেহেতু আমরা এ মুহূর্তে শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারি। যে কোন সমাজকে দৃঢ়ভিত্তির ওপর দাঁড় তুলতে হলে শিক্ষার ওপর প্রধানত গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বাংলা একাডেমীর গ্রন্থমেলায় প্রচুর ভিড় দেখে এই তিক্ত সত্য কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, প্রকৃত জ্ঞানচর্চায় আমাদের সত্যিকার অর্জন খুব ভালো কিংবা মানসম্মত নয়। তার অনেক কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ, শিক্ষাক্ষেত্রে দুষ্টের পালন ও শিষ্টের দমন।

তবু আমরা আশা করব, বাংলা একাডেমী তার সত্যিকার ঐতিহ্যে ফিরে যাবে এবং প্রকৃতই জাতির মননের প্রতীক হয়ে উঠবে।

মিয়া মোহাম্মদ ইউনুস : *কলাম লেখক*